দুর্বার ভাবনা

পঞ্চম বর্ষ- অষ্টম সংখ্যা- ডিসেম্বর ২০১৩

এই সংখ্যায় লিখেছেন

স্মরজিৎ জানা মহম্মদ আনিসুর রহমান ব্রতীন চট্টোপাধ্যায় আদিত্য দেব কল্যাণ রুদ্র
দেবাশিস আইচ স্বপন গাঙ্গুলী তরুণ বসু পুণ্যব্রত গুণ বঙ্কিম দত্ত

দুর্বার ভাবনা

বর্ষ : ৫ সংখ্যা : ৮ □ ডিসেম্বর ২০১৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ... কেন আমরা ধর্ষকের পক্ষে?... ১
আমার স্বদেশ আমার সময়
কীচক-সৈরন্ধ্রী সংবাদ... তরুণ বসু... ৪
ধারাবাহিক নিবন্ধ : রবীন্দ্রোত্তর বিশ্বে সমাজ ও পরিবেশ
রবীন্দ্রনাথের চিন্তাদর্শে সমাজ ও পরিবেশ... মহম্মদ আনিসুর রহমান... ৫
বিশেষ নিবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রের সংকট
শিক্ষায়তনের আখ্যান, শোনে/পড়ে পুণ্যবান... রতীন চট্টোপাধ্যায়...১০
বিশেষ নিবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গের বন্যা
এ-বঙ্গের বাৎসরিক বন্যা : ... আদিত্য দেব ... ১৩
বিশেষ নিবন্ধ : পশ্চিমবঙ্গের জল
পশ্চিমবঙ্গে মাটির নীচে জলে টান... কল্যাণ রুদ্র ... ১৫
বিশেষ নিবন্ধ : উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক হস্তী নিধন
উত্তরবঙ্গে রেলের মৃগয়া আর কতকাল!... দেবাশিস অইচ... ১৭
বিশেষ নিবন্ধ : খাদ্য সুরক্ষা
কৃষিতে আগ্রাসন ঠেকাতে না পারলে খাদ্য সুরক্ষা... ... স্বপন গাঙ্গুলী... ২১
বিশেষ নিবন্ধ : ভোপাল ফিরে দেখা
ভোপাল : ২৮ বছর আগে... পুণ্যব্রত গুণ... ২৬
বিশেষ নিবন্ধ :
পথ ঢুকেছে মন্দিরে মসজিদে ... ...বঙ্কিম দত্ত ... ২৮
ঘটনা : বিশ্ব - দেশ - রাজ্য - নগরে - গ্রামে :
মনের বয়স বাড়তে দিও না... ৩০; ক্রীতদাসরা এখনও আছে... ৩১;
বাল্যবিবাহ রুখছে স্বেচ্ছা ... ৩১
ডাকের চিঠি : শুদ্ধং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি ... ৩২; শহরে 'পরিবেশবাদীদের'... ৩২

প্রচ্ছদ : তরুণ বসু। প্রচ্ছদ ছবি : পম্পা বিশ্বাস

মুদ্রণ : রে'জ ডট কম, ৪৪/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

DURBAR BHABNA
New Declaration No 1/12 & 2/12 as on 2. 1. 2012
Vol. 5 No.8 □ December 2013.
Editor : Dr Smarajit Jana
Publisher : Bharati Dey
Address : 12/5 Nilmani Mitra Street, Kolkata 700 006
West Bengal, INDIA
Phone : 033 2543 7560/7451 Fax : 033 2543 7777
e mail : sonagachi @sify.com URL : www.durbar.org

সম্পাদকীয়

কেন আমরা ধর্ষকের পক্ষে?

মাস কয়েক আগে পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ ধর্ষিতাদের প্রতি সমবেদনা জানাতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, তারা হচ্ছেন 'জিন্দা লাশ'। অর্থাৎ তারা বেঁচে থেকেও মরে আছেন। তার ধারণা অনুযায়ী কোনো নারী ধর্ষিতা হওয়ার পর তার সমস্ত জীবনসত্তা বিনষ্ট হয়ে যায়। তাকে ধর্ষণ করা হলে শুধু তার শরীরের ক্ষতি হয় না অন্তরেও তিনি নাকি কুলষিত হয়ে যান। তার বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে তখন আর বিশেষ কোনো প্রভেদ থাকে না। এই মন্তব্যের মাধ্যমে বিজেপি দলনেত্রী যা বলতে চেয়েছেন তা হলো, ধর্ষিতার জীবনে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। এর থেকে বেশি ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক সংস্কার আর কি হতে পারে আমার জানা নেই! অবশ্য অন্যদিক থেকে দেখলে, যে রাজনৈতিক দলের বীজমন্ত্র, রামমন্দির আর 'হিন্দুত্ব'কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাদের পক্ষে ধর্ষিতাদের প্রতি এধরণের মন্তব্যে অবাক হওয়ার কারণ দেখি না। কারণ ধর্ষিতাদের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পেছনে ধর্মীয় মতাদর্শ যে মুখ্যত দায়ী, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

নারী জীবনের শুচি-অশুচি, ধর্ম-কর্ম, তার শৌর্য ও বীর্য এ সমস্ত কিছুই কোনো এক অদ্ভুত কারণে (পড়ুন ধর্মীয় মতাদর্শের কারণে) গাঁট বাঁধা রয়েছে যোনি নামক শরীরের ছোট্ট একটি প্রত্যঙ্গে। সেই জায়গা ঘিরে কোনো ঘটনা ঘটলে বিপত্তির শেষ নেই। এমনকি জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নারী শরীরের ওই বিশেষ প্রত্যঙ্গটিতে কোনো পুরুষ যদি বিশেষত তার যৌনাঙ্গ প্রবেশ করান তাহলে সেই মহিলাটি অপবিত্র হয়ে যান। শুধু তাই নয়, তাঁর বেঁচে থাকার নৈতিক অধিকার নিয়ে সমাজ প্রশ্ন তোলে। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীবৃন্দরাও তার থেকে আলাদা নন। ফলে ধর্ষিতা তার পরবর্তী জীবনকাল শরীর ও মনের শুচিতা হারিয়ে সামাজিক ভাবে এক অপাঙ্‌ক্তেয় এবং প্রায় 'অস্পৃশ্য জীবে' পরিণত হন। এখানে উল্লেখ্য বিষয় হলো, ধর্ষককে নয়, ধর্ষিতাকে অপরাধবোধে ভুগতে হয়। ধর্ষক তার উদ্দেশ্য সফল করে জয়ী হন আর পরাজিতের ভূমিকায় নুয়ে পড়েন ধর্ষিতা।

বিষয়টা শুধু সুষমা স্বরাজ কিংবা তার পার্টির নেতা-নেত্রীদের মধ্যে

ভোপাল : ২৮ বছর আগে

পুণ্যব্রত গুণ

বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প-দুর্ঘটনার শহর ভোপাল—২৮ বছর আগে যেখানে ডাক্তার হিসেবে জনস্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। না, শেষ অবধি টিকে থাকতে পারিনি।

প্রথম যাওয়া ১৯৮৫-র ২ জুলাই, জ্যোতির্ময় সমাজদারের সঙ্গে। ঠিক এক মাস আগে ৩ জুন ইউনিয়ন কার্বাইড প্রাঙ্গণে 'গণ-হাসপাতাল'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল জনস্বাস্থ্য সমিতি। গ্যাসপীড়িতদের দু'টি সংগঠন—জাহরিলি গ্যাস-কান্ড সংঘর্ষ মোর্চা, নাগরিক রাহুত আউর পুনর্বাস কমিটি এবং বোম্বের ট্রেড ইউনিয়নগুলির ট্রেড ইউনিয়ন রিলিফ ফান্ড ও ইউনিয়ন কার্বাইড কর্মচারী সংঘ মিলে জনস্বাস্থ্য সমিতি গড়ে তোলেন। ইউনিয়ন কার্বাইড প্রাঙ্গণে শুরু হয় জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ। জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে গ্যাসপীড়িতদের সোডিয়াম থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন দেওয়া হতো।

সায়ানাইড বিষের প্রতিষেধক থায়োসালফেট। ভোপালের গান্ধী মেডিক্যাল কলেজের ফরেন্সিক বিভাগের প্রধান ডা হীরেশ চন্দ্র ১৯৮৪-র ৩ ডিসেম্বরই গ্যাসকান্ডে মৃতদের শব ব্যবচ্ছেদ করে সিদ্ধান্তে আসেন— সায়ানাইড বিষ আছে গ্যাস-আক্রান্তদের শরীরে। তাঁর সুপারিশ ছিল জীবিত গ্যাস-আক্রান্তদের থায়োসালফেট দেওয়া হোক। ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশনের আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার কারখানার প্রধান মেডিক্যাল অফিসার ৪ ডিসেম্বর এক টেলেক্স-বার্তায় বিষ-গ্যাসের প্রতিষেধক হিসেবে সোডিয়াম থায়োসালফেট ব্যবহার করতে বলেন। ৮ ডিসেম্বর বিখ্যাত জার্মান বিষবিদ ম্যাক্স ডন্ডেরার-এর মতও ছিল একই রকম। সে সময় ভারতে সোডিয়াম থায়োসালফেট তৈরি হতো না, তাই তিনি রেখে গেলেন ১০ হাজার অ্যাম্পুল ওই ইঞ্জেকশন। বিরোধিতা করেন ভোপালের সরকারি চিকিৎসকরা, নানা ভাবে যাঁরা কার্বাইডের প্রসাদধন্য। থায়োসালফেটে গ্যাস-পীড়িতদের অবস্থার উন্নতি হওয়া মানে বিষ-গ্যাস মিশ্রণে সায়ানাইডের উপস্থিতি প্রমাণ হয়ে যাওয়া— এর ফলে কার্বাইডের criminal responsibility অনেকগুণ বেড়ে যায়, অনেক বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হতে হবে কার্বাইডকে

১৯৮৫-র জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, এপ্রিলে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এর বারবার সুপারিশেও টলে নি সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তর। তাই গ্যাসপীড়িতদের নিজস্ব উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে থায়োসালফেট দেওয়া। এ কাজে উদ্যমী ছিলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে সদ্য পাশ করা ডাক্তাররা, তখন যাঁরা ইন্টার্ন। ইন্টার্নশিপ থেকে ছুটি নিয়ে ২-৩ জনের দলে এসে তাঁরা কাজ করতে লাগলেন। দিনে প্রায় দেড়শো জনকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হতে থাকল, রোগীরা উপকার পেতে থাকলেন, কার্বাইডের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় হতে থাকল। হত্যাকারী কার্বাইড শাস্তি পায়নি, অথচ আক্রমণ নেমে এল জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওপর। ২৪ জুন রাতে ডাক্তারসহ ৩১জন স্বাস্থ্যকর্মী গ্রেপ্তার হলেন, কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হলো, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সোডিয়াম থায়োসালফেট সরবরাহ বন্ধ করে দিল।

এই পর্যায়েই আমার ভোপাল যাওয়া, অনেকটাই উত্তেজনার খোঁজে। সে সময় আমি হাউসস্টাফশিপ করছি। ভোপাল গ্যাস-কান্ড আমার মনে অন্য যে কোনো শিল্প দুর্ঘটনার চেয়ে বেশি দাগ কাটেনি। আমার জুনিয়র বন্ধুরা যখন ভোপাল যাচ্ছেন, তখন আমি হাসপাতালে ব্যস্ত থেকেছি। পুলিশি আক্রমণের পর যখন স্বাভাবিক ভাবেই ডাক্তাররা যেতে ইতস্তত করছেন তখন মনে হল একবার দেখে আসা যাক। ২ জুলাই বন্দি স্বাস্থ্যকর্মীরা ছাড়া পেলেন, জেলের সামনে ছত্তীসগঢ়ের শ্রমিকনেতা শংকর গুহ নিয়োগী স্লোগান তুলছেন— জেলকে তালা টুটেগা, হমারা সাথী টুটেগা। সে দফায় সাতদিন ভোপালে ছিলাম আন্দোলনটাকে জানতে-বুঝতে। চোখ খুলে গেল— মানুষ কি ভাবে স্বাস্থ্যের দাবিতে লড়াই করতে পারেন সেই হলো শেখার শুরু।

আগস্টে হাউসস্টাফশিপ শেষ, ততদিনে ঠিক করে ফেলেছি গ্যাসপীড়িতদের সঙ্গেই শুরু করব আমার চিকিৎসক-জীবন। ২১ আগস্ট দ্বিতীয়বার গেলাম, সঙ্গে দশদিনের জন্য জুনিয়ার বন্ধু দেবাশিস চক্রবর্তী। স্বাস্থ্যকেন্দ্র নতুন করে খোলা হলো ২৫ আগস্ট। ২৮ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে নির্দেশ দিল জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে থায়োসালফেট সরবরাহ করতে।

প্রতি সপ্তাহে আমরা ৫০জন করে রোগীর চিকিৎসা করতাম। প্রথমে তাঁদের উপসর্গগুলো লিপিবদ্ধ করা হতো। সে সময়কার প্রধান প্রধান উপসর্গ ছিল— সামান্য পরিশ্রমেই হাঁফিয়ে পড়া, ক্ষুধামান্দ্য, পেটে ব্যথা, দুর্বলতা, অবসাদ, অনিদ্রা। সোম থেকে শনি রোজ এঁদের শিরায় থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন লাগানো হতো— তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিনে পরীক্ষা করে দেখা হতো রোগী কতটা লাভবান হলেন, সে তথ্য নথিভুক্ত করা হতো। যে সময়কার কথা বলছি— তখন ফুসফুসের ক্ষমতা মাপার যন্ত্র স্পাইরোমিটার বহনযোগ্য ছিল না, ছিল না কাজ চালানোর মতো পিক ফ্লো মিটার।

আমি যখন চিকিৎসা ও প্রমাণ জোগাড় করার কাজ করছি, তখন আরেক সাথী মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কেল-এর ড. অনন্ত ফাড়কে জনশিক্ষার বই লেখার কাজ করছেন। একমাস থেকে তিনি মহারাষ্ট্রে ফিরে গেলেন, এলেন কর্নাটক থেকে ড. সঞ্জীব কুলকার্নি। আমি ছিলাম নভেম্বর অবধি। আমার পরে মুখ্য চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন যথাক্রমে শহিদ হাসপাতালের ড. শৈবাল জানা, ড. চঞ্চলা সমাজদার। ১৯৮৬-র শুরুতে ডাক্তারের অভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়।

দীর্ঘদিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে গিয়েও আমি থাকতে পারিনি। জনস্বাস্থ্য সমিতি-র দুই প্রধান সংঘটক মোর্চা ও এনআরপিসি-র দ্বন্দ্ব স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তৃত্ব নিয়ে, পরে মোর্চার মধ্যেকার বিজ্ঞানকর্মীদের কোণঠাসা করার জন্য এসইউসি-র প্রয়াস। তার চেয়েও বেশি নেতিবাচক প্রভাব আমার ওপর ফেলেছিল— ভোপালের মানুষের পাশে দাঁড়াতে আসা তরুণ-তরুণীদের বেশ কয়েকজনের ক্ষয়িষ্ণু জীবনযাত্রা-মূল্যবোধ।

কিন্তু বিষ-গ্যাসের উপাদান কি ছিল ও বিষ-গ্যাস তাঁদের শরীরে কি ক্ষতি করেছে তা জানার দাবিতে, যথাযথ চিকিৎসার দাবিতে ভোপালবাসীদের আন্দোলন আমাকে, আমাদের পথ দেখিয়েছে বারবার— ছত্তীসগঢ়ে, পশ্চিম বাংলায়...।

****

সময় : অক্টোবর, ১৯৮৯।

১৫-২২ অক্টোবর ৩৫ সদস্যের এক সমীক্ষক দলের সদস্য হয়ে আবার ভোপালে। ১৯৮৫-র মার্চে, গ্যাস-কান্ডের তিন মাস পর গ্যাস-পীড়িতদের শারীরিক অবস্থার দু'টো সমীক্ষা করেছিল নাগরিক রাহত আউর পুনর্বাস সমিতি এবং মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কেল। এই সমীক্ষা দু'টোর নথি মজুত ছিল। যাঁদের দেখা হয়েছিল সে সময়, পাঁচ বছর পর তাঁরা কেমন আছেন খতিয়ে দেখা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

বেশি প্রভাবিত বসতি— জয়প্রকাশ নগর, কাঁইচি ছোলা, গরিব নগর, ওড়িয়া বস্তি, রাম মন্দির, ফুটা মাকওয়ারা, রাজগড় কলোনি, সুভাষ নগর, রেলওয়ে কলোনি, ছোলা মন্দির, কাজি ক্যাম্প এবং কম প্রভাবিত— আন্না নগর-এ ছিলেন আমাদের সমীক্ষার মানুষজন।

এই সমীক্ষায় মূলত দেখা যায়—

১. বেশি প্রভাবিত এলাকার ৭০-৮০ শতাংশ মানুষ ও কম প্রভাবিত এলাকার ৪০-৫০ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো অসুস্থতায় ভুগছেন।
২. ক্ষতিগ্রস্ত শরীরের তন্ত্রগুলো হলো— শ্বাসতন্ত্র, চোখ, পরিপাক-তন্ত্র ও মাংসপেশি-কঙ্কালতন্ত্র।
৩. দুই এলাকার মহিলাদের অধিকাংশেরই মাসিক রজঃস্রাব অনিয়মিত।
৪. পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার গ্যাস-পীড়িতদের বড়ো মানসিক সমস্যা।

সমীক্ষার অন্তরিম রিপোর্ট ১৯৮৯-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল *Against All Odds* নামে।

সব মিলিয়ে অবস্থাটা আশাব্যঞ্জক মনে হয়নি। ১৯৮৪-৮৫-তে গ্যাস-পীড়িতদের অধিকার আন্দোলনে অগ্রণী জাহরিলি গ্যাস-কান্ড সংঘর্ষ মোর্চা-য় রাজনীতিকদের দবদবায় কোণঠাসা হয়ে ভোপাল ছাড়লেন অধিকাংশ বিজ্ঞানকর্মী ১৯৮৬-তে। আর সরকারের সঙ্গে ইউনিয়ন কার্বাইডের অন্যায় চুক্তিকে সমর্থন জানিয়ে গ্যাস-পীড়িতদের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয় মোর্চা। ১৯৯০-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোপালে কংগ্রেসের প্রার্থী মনসুর আলি খান পতৌদির বিরুদ্ধে জনতা দলের প্রার্থী ছিলেন স্বামী অগ্নিবেশ। অগ্নিবেশের নির্বাচনী প্রচারে সাহায্য করতে ছত্তীসগঢ় মুক্তি মোর্চার এক প্রচার-দলের দায়িত্ব নিয়ে আবার যাই ভোপালে। ১৯৮৯-'৯০-এ আশার আলো দেখেছিলাম গ্যাসপীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন-এ।

শুরু থেকে ছিল, আজও আছে সত্যু— বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর সতীনাথ ষড়ঙ্গী। পেশা ছেড়ে সত্যু যোগ দিয়েছিল মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ জেলায় শিশুদের বিজ্ঞান-শিক্ষা নিয়ে কর্মরত 'কিশোর ভারতী'-তে। গ্যাস-কান্ডের পর কিশোর ভারতী ছেড়ে মোর্চা, মোর্চা দালালি শুরু করার পর সত্যু গড়ে তোলে ভোপাল গ্রুপ ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাকশন। তারপর সম্ভাবনা ট্রাস্ট। সম্ভাবনা ট্রাস্টের ক্লিনিকে আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে প্রাকৃতিক চিকিৎসা, আয়ুর্বেদের মেল-বন্ধন (?) করে গ্যাস-পীড়িতের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা চলে, স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীদের পরীক্ষা করে ফলাফল নথিভুক্ত করেন— ইউনিয়ন কার্বাইডের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের কাজ।

কারখানার মালিকানার হাতবদল হয়েছে, এখন মালিক ডাউ কেমিক্যাল। ভোপাল আন্দোলন গণ-আন্দোলনের চরিত্র হারিয়ে কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের আইনি লড়াই-এ পর্যবসিত হয়েছে।

ভোপাল গ্যাস-কান্ডের ২৯ বছর হলো। গ্যাস-পীড়িতদের পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে জন্মগত বিকৃতির প্রাদুর্ভাব দেখতে সম্ভাবনা ট্রাস্ট এক সমীক্ষা চালাচ্ছে গত এক বছর ধরে। তাতে অংশগ্রহণকারী ডাক্তাররাও অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের, শিক্ষক চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

আমি এবার যাইনি। তবে যাব, যখন ভোপাল আন্দোলন আবার গণ-আন্দোলনের রূপ নেবে।□

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী
দ্বি-মাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :
পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র (কলেজ স্ট্রিট)
পাভলভ মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (মহাত্মা গান্ধী রোড) অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ) অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধান নগর পুরসভা) শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), হাওড়া ও শিয়ালদহ সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।

গ্রাহক চাঁদা :
১৫০ টাকা (ডাকখরচ সহ। কলকাতার বাইরের চেকের জন্যে অতিরিক্ত ৩০ টাকা)।
পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন :
৯৮৩০ ৯২২১৯৪ বা ৯৩৩১ ০১২৫৩৭